বুয়েটে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদক

১৬ অক্টোবর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ১৬ অক্টোবর ২০১৯ ০১:৩২

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যায় জড়িতদের স্থায়ী বহিষ্কার না করা পর্যন্ত ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। তবে এ হত্যাকা-ের বিরুদ্ধে বুয়েট প্রশাসনের গৃহীত সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হয়ে মাঠপর্যায়ের আন্দোলন বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন তারা। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব সিদ্ধান্তের কথা জানান শিক্ষার্থীরা। আজ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে এক শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজনেরও ঘোষণা দেন তারা।

advertisement

এর আগে গতকাল সকাল থেকেই বুয়েটে চলমান আন্দোলনের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে বেশ কয়েক দফা আলোচনা করেন শিক্ষার্থীরা। বিশ^বিদ্যালয় চলমান ৩টি ব্যাচ এ আলোচনায় অংশ নেন। বেলা ১১টায় নিজেদের অবস্থান ঘোষণা করার কথা থাকলেও পরে বিকাল ৫টায় সংবাদ সম্মেলন করবেন বলে জানান। বিকাল ৪টায় বুয়েটের ভারপ্রাপ্ত ছাত্রকল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল বাসিতের সঙ্গে আলোচনায় বসেন তারা। পরে সন্ধ্যা পৌনে ৬টায় শিক্ষার্থীরা গণমাধ্যমের সামনে আসেন।

শিক্ষার্থীরা বলেন, আমরা দেখেছি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অনেককে গ্রেপ্তার, রিমান্ড নিয়ে জবানবন্দি নিয়েছে। এ কারণে আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাই। প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই; তিনি গুরুত্ব দিয়ে তৎপর ছিলেন বলেই এত দ্রুত এ বিষয়ে অগ্রগতি হয়েছে বলে আমরা বিশ^◌□স করি। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচারব্যবস্থা তার স্বাভাবিক গতিতে বিচারকাজ এগিয়ে নেবে বলে আমাদের বিশ^◌□স।

বিশ^বিদ্যালয় প্রশাসনের তৎপরতার কথা উল্লেখ করে শিক্ষার্থীরা বলেন, আমাদের ১০ দাবির মধ্যে পাঁচটি ছিল বুয়েট প্রশাসনের কাছে। এসব দাবি বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে আমরা বুয়েট প্রশাসনের তৎপরতা লক্ষ্য করেছি। জড়িতদের সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা, তদন্তের ভিত্তিতে তাদের স্থায়ী বহিষ্কারের ব্যাপারে নোটিশ আসা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার তদন্তের ভিত্তিতে নতুন করে যদি কোনো অপরাধীর নাম উঠে আসে, তাদেরকেও আজীবন বহিষ্কারের নোটিশ, আবরারের পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করার নোটিশ, সাংগঠনিকভাবে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার নোটিশ আমরা পেয়েছি। পাশাপাশি হলে হলে রাজনৈতিক কক্ষগুলো সিলগালা করা হয়েছে। সাধারণ ছাত্র ও প্রাধ্যক্ষের উদ্যোগে অবৈধ ছাত্রদের উৎখাত করা হয়েছে। বিআইআইএস অ্যাকাউন্টে নির্যাতিতদের অভিযোগ জানাতে একটি প্ল্যাটফর্ম সংযুক্ত করা হয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ মনিটরিংয়ের জন্য প্রশাসনিক পদ সৃষ্টির দাবি জানিয়ে আসছি আমরা।

শিক্ষার্থীরা বলেন, আন্দোলন চলাকালে আমরা লক্ষ্য করেছি, আমাদের ভাইয়ের লাশকে কেন্দ্র করে আড়ালে-অন্তরালে অনেক স্বার্থান্বেষী সংগঠন নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে আমরা সুস্পষ্ট করে বলতে চাই, এসব মহলের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। পাশাপাশি আমরা দেশবাসীকে আহ্বান জানাব, এসব স্বার্থানেষীদের এজেন্ডা দেখে বিভ্রান্ত হবেন না। রাজপথে আমাদের অবস্থানকে দীর্ঘায়িত করে কোনো অপশক্তিকে এ আন্দোলন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার কোনো সুযোগ দিতে চাই না। তাই চলমান তদন্ত প্রক্রিয়া ও দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে বুয়েট প্রশাসন যে সদিচ্ছা ইতোমধ্যে দেখিয়েছে, তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাঠপর্যায়ের আন্দোলনে আপাতত ইতি টানার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। আগামীকাল (বুধবার) বুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা মিলে আমরা এক গণশপথে অংশ নেব। এর মাধ্যমে আমরা শপথ নেব ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে রুখে দেওয়ার। আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, মাঠপর্যায়ের আন্দোলন আপাতত স্থগিত থাকলেও দাবি বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে সার্বক্ষণিকভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করব। পাশাপাশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা চার্জশিট দাখিলের পর তার ভিত্তিতে অপরাধীদের একাডেমিকভাবে স্থায়ী বহিষ্কারের আগ পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার্থীরা একাডেমিক কার্যক্রমে অংশ নেবে না।

৬ অক্টোবর বুয়েটের শেরেবাংলা হলে আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যা করে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের একদল নেতাকর্মী। ফাহাদ বুয়েটের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের (১৭তম ব্যাচ) ছাত্র ছিলেন। তিনি থাকতেন বুয়েটের শেরেবাংলা হলের নিচতলায় ১০১১ নম্বর কক্ষে। ঘটনার দিন তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় একই হলের ২০১১ নম্বর কক্ষে। ওই কক্ষে তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালান ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। রাত ৩টার দিকে হল থেকেই তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।